UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

Discover natural fibres 2009

অক্টোবর ২০০৯ October 2009

২১তম বর্ষ দশম সংখ্যা Volume-XXI, No. X

মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৯ বাংলাদেশ

মানব উন্নয়ন সূচক ॥ আয়ের বাইরে দৃষ্টিপাত

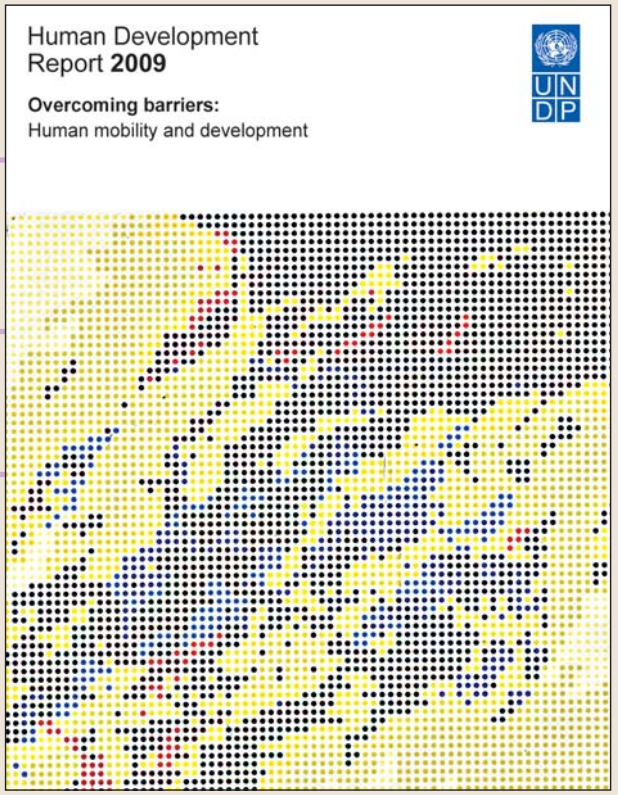

১৯৯০ সাল থেকে মানব উন্নয়ন রিপোর্ট মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) প্রকাশ করছে। এই সূচক জিডিপির বাইরে কল্যাণের একটা বিস্তৃত সংজ্ঞা অন্বেষণ করে। এইচডিআই মানব উন্নয়নের তিনটি মাত্রার একটি যৌগিক পরিমাপ তুলে ধরে : দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনযাপন (প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়), শিক্ষা গ্রহণ (বয়স্ক সাক্ষরতা ও শিক্ষায় মোট ভর্তির ভিত্তিতে পরিমাপ) এবং একটি সুন্দর জীবনমান (ক্রয়ক্ষমতার সমতা, পিপিপি ও আয়ের ভিত্তিতে পরিমাপ)। এই সূচক কোনো দিক থেকেই মানব উন্নয়নের একটা ব্যাপক পরিমাপ নয়। উদাহরণ হিসেবে এতে লিঙ্গ আয়ভিত্তিক অসমতা, কিংবা মানবাধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা পরিমাপের কঠিন ধারণার মতো সূচকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এতে যা দেয়া হয় তা হলো মানব অগ্রগতি এবং আয় ও কল্যাণের মধ্যে জটিল সম্পর্ক নিরীক্ষণ করার একটি বিস্তৃত চিত্র।

এইচডিআইর উপাদানগুলোর মধ্যে কেবল আয় ও মোট ভর্তি স্বল্পকালীন নীতি পরিবর্তনের প্রতি কিছুটা সাড়াপ্রদ। এ কারণে সময়ে সময়ে মানব উন্নয়ন সূচকে পরিবর্তন পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এ ক্ষেত্রে মানব উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী শোনাতে পারে। ১৯৮০ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক ০.৩২৮ থেকে প্রতি বছর ১.৮৬ শতাংশ হারে বেড়ে আজকে ০.৫৪৩ হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে সবগুলো অঞ্চলের মানব উন্নয়ন সূচক ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, যদিও সব অঞ্চলই মন্থর প্রবৃদ্ধি বা পশ্চাদগমনের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছে।

এ বছরের এইচডিআই-এ ২০০৭ সালের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে কল্যাণ ও জীবনের সুযোগের মধ্যে বর্ণিত বিস্তৃত ব্যবধান ক্রমবর্ধমান হারে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আমাদের বিশ্বকে বিভাজিত করে চলেছে। এইচডিআই ০.৫৪৩ নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান উপাত্ত পাওয়া ১৮২টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম (সারণি-১)।

মানুষের জীবন ও সুযোগ-সুবিধার অত্যন্ত মৌলিক কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলে মাথাপিছু জিডিপির মতো অন্যান্য সূচকের মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তার চেয়ে একটি দেশের উন্নয়নের অনেক বেশি পূর্ণ চিত্র এইচডিআই তুলে ধরে। চিত্র-২ থেকে দেখা যায় যে, এইচডিআইর একই পর্যায়ভুক্ত দেশগুলোর আয়ের পর্যায় যথেষ্ট ভিন্ন হতে পারে বা একই পর্যায়ের আয় সংবলিত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এইচডিআই বিভিন্ন হতে পারে।

মানব দারিদ্র্য : বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে সর্বাধিক বঞ্চনার শিকার

মানব উন্নয়নে এইচডিআই একটি দেশের গড় অগ্রগতি পরিমাপ করে। মানব উন্নয়ন সূচকের দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনযাপন, শিক্ষার সুযোগ থাকা ও একটি সুন্দর জীবনমাপের মতো প্রতিটি মাত্রার কয়েক ধাপ নিচে অবস্থানকারী লোকদের আনুপাতিক হার মানব দারিদ্র্য সূচক (এইচপিআই-১) তুলে ধরেছে। আয় বঞ্চনার বাইরে গিয়ে এইচপিআই-১ দিনে ১.২৫ ডলার আয়কে (মার্কিন ডলারে ক্রয়ক্ষমতার সমতা হিসেবে) দারিদ্র্যের যে পরিমাপক ধরা হয়, তার একটি বহুমাত্রিক বিকল্প উপস্থাপন করেছে।

যে ১৩৫টি দেশের সূচক গণনা করা হয়েছে তার মধ্যে ৩৬.১% মূল্য নিয়ে বাংলাদেশ এইচপিআই-১-এর ১১২তম অবস্থানে রয়েছে।

যাদের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৪০ বছর পর্যন্ত পৌঁছাবে না বলে মনে করা হয়েছে এইচপিআই-১-এর পরিমাপে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তারা মারাত্মক বঞ্চনার শিকার। শিক্ষা পরিমাপ করা হয় বয়স্ক সাক্ষরতার হারের ভিত্তিতে। যেসব লোক উন্নত উৎসের পানি ব্যবহার করে না তাদের অনির্ণিত গড় হার এবং বয়সের তুলনায় কম ওজনের অনূর্ধ্ব ৫ শিশুদের আনুপাতিক হারের মাধ্যমে একটি সুন্দর জীবনমান পরিমাপ করা হয়। সারণি-২ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসব বিষম রাশির মূল্য দেখিয়েছে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেগুলোর তুলনা করেছে।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৯

পর্যবেক্ষণ : জুয়ানের কথাই ধরা যাক। মেক্সিকোর গ্রামাঞ্চলের এক দরিদ্র পরিবারে এই জুয়ানের জন্ম। তার স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার জন্য টাকাকড়ি জোগাতে তার পরিবারকে গলদঘর্ম হতে হয়। ১২ বছর বয়সেই পরিবারের কাজকর্মে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য তাকে স্কুল থেকে ঝরে পড়তে হয়। আরো বেশি উপার্জন এবং সুযোগ-সুবিধার আশায় তার কাকার দেখাদেখি ছয় বছর পর জুয়ান পাড়ি জমায় কানাডায়।

আমাদের এই বিশ্ব বড় বেশি অসম। দেশের ভেতর এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বিস্তর ব্যবধানের কথাটি মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (এইচডিআর) ১৯৯০ সালে তার প্রথম প্রকাশের পর থেকেই বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। এ বছরের রিপোর্টে এই প্রথমবারের মতো আমরা অভিবাসনের বিষয়টি খতিয়ে দেখেছি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক মানুষের নিজ শহর বা গ্রাম ছেড়ে বাইরে পাড়ি জমানোর সবচেয়ে ভালো কারণ হতে পারে তাদের জীবনের সুযোগ উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করা। মানুষের স্থান পরিবর্তন ব্যক্তির আয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সম্ভাবনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিপুলভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু এর মূল্য তার চেয়ে বেশি : কোথায় বসবাস করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারা মানব স্বাধীনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানুষ তার নিজ দেশের ভেতর কিংবা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে যেখানেই থাক না কেন, তাকে একটা আশা ও অনিশ্চয়তায় ভর করে পাড়ি দিতে হয়। বেশিরভাগ মানুষই ভালো সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে যে দেশে পাড়ি দেয়, সে দেশে সম্পদের সঙ্গে তাদের প্রতিভার সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেদের এবং পরিবারের নিকটজনের জন্য সুফল অর্জন করতে পারবে বলে আশা করে। পরিবারের নিকটজন অনেক সময় এ যাত্রায় তাদের সঙ্গী হয়, না হয় পরে একই পথে পা বাড়ায়। যদি তারা সফল হয়, তাহলে তাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে ছেড়ে আসা মানুষ এবং যেখানে তারা ঠাঁই নেয়, সেই সমাজও উপকৃত হয়। কিন্তু সবাই সফলকাম হয় না। বন্ধুবান্ধব ও স্বজন ছেড়ে যেসব অভিবাসী বাইরে যায় তারা নিঃসঙ্গতাবোধ করতে পারে, যেখানে যারা যায়, সেখানকার মানুষ তাদের সাদরে না-ও গ্রহণ করতে পারে, নবাগতদের সম্পর্কে তাদের মধ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি হতে পারে বা তাদের প্রতি বিরক্তি সঞ্চার হতে পারে, তারা চাকরি হারাতে পারে বা অসুখ-বিসুখে পড়তে পারে। ফলে সমৃদ্ধি

অর্জনের জন্য যে সহায়ক পরিবেসার প্রয়োজন, তা তারা না-ও পেতে পারে।

মানুষের স্থান পরিবর্তন সম্পর্কিত উন্নততর নীতিমালা কীভাবে মানব উন্নয়ন বৃদ্ধি করতে পারে তা ২০০৯ সালের এইচডিআর খতিয়ে দেখেছে। মানুষের পছন্দ ও স্বাধীনতাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে রিপোর্টে দেশের ভেতর ও সীমান্ত অতিক্রম করে স্থান পরিবর্তনের ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এতে এমন সব বাস্তব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যা আগমনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে, যা মানুষ যেখানে যাবে এবং যেখান থেকে যাবে উভয় স্থানের সম্প্রদায়ের জন্যই প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে।

মানুষ কেন স্থান পরিবর্তন করে

উন্নয়নশীল দেশ থেকে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ধনী দেশগুলোতে মানব প্রবাহের প্রেক্ষিত থেকে অভিবাসন সম্পর্কিত আলোচনা সচরাচর শুরু হয়। যদিও বিশ্বে অধিকাংশ স্থান পরিবর্তন উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের মধ্যে ঘটে না; এমনকি বিভিন্ন দেশের মধ্যেও তা হয় না। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্থান পরিবর্তন করে, তা তারা নিজ দেশের ভেতরেই করে। একটা রক্ষণশীল সংজ্ঞা ব্যবহার করলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, অভ্যন্তরীণ অভিবাসী হলো প্রায় ৭৪ কোটি, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্থান পরিবর্তন করা অভিবাসীর সংখ্যার প্রায় চার গুণ। যেসব লোক জাতীয় সীমান্তের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করেছে তাদের মধ্যে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশে যাওয়া লোকের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি–সাত কোটির কিছু কম। বিশ্বের ২০ কোটি আন্তর্জাতিক অভিবাসী উন্নয়নশীল দেশ থেকে আরেক উন্নয়নশীল দেশে বা এক উন্নত দেশ থেকে আরেক উন্নত দেশে গেছে।

বেশিরভাগ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী উচ্চতর আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নততর সুযোগ এবং তাদের সন্তানের জন্য উন্নত সম্ভাবনার আকারে সুবিধা ভোগ করে। অভিবাসীদের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, সমন্বয়ের মাত্রায় হেরফের এবং স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সচরাচর জড়িত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তারা তাদের গন্তব্যমুখী। অবস্থান পাকাপোক্ত হওয়ার পর স্থানীয়দের তুলনায় ইউনিয়ন

বা ধর্মীয় ও অন্যান্য গ্রুপে অভিবাসীদের যোগদানের সম্ভাবনা বেশি। তথাপি স্থানান্তরের সুবিধা-অসুবিধাগুলো সমভাবে বণ্টিত হয়।

নিরাপত্তাহীনতা ও সংঘাতের কারণে স্থানচ্যুত মানুষ বিশেষ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ উদ্বাস্তু যে দেশের নাগরিক সে দেশের বাইরে বসবাস করছে যারা বিশ্বের অভিবাসীর শতকরা প্রায় ৭ ভাগ। যে দেশ থেকে তারা পালায়, তাদের বেশিরভাগই দেশে ফেরার মতো অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সচরাচর সে দেশের কাছাকাছি শিবিরে থাকে, তবে প্রতিবছর প্রায় ৫ লাখ লোক উন্নত দেশে গিয়ে আশ্রয় চায়। এদের চেয়েও সংখ্যায় আরো বেশি, প্রায় ২ কেটি ৬০ লাখ লোক অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত। তারা সীমান্ত অতিক্রম করেনি, কিন্তু সংঘাত বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত দেশে ঘরবাড়ি ছেড়ে বাইরে থেকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করছে। আরেকটি ঝুঁকিগ্রস্ত গ্রুপ হলো পাচারের শিকার, প্রধানত তরুণী। উন্নত জীবনের প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়া এসব তরুণীর স্থানান্তর স্বাধীন ইচ্ছায় নয় বরং জবরদস্তিমূলকভাবে হয়, কখনো কখনো এর সঙ্গে যোগ থাকে সহিংসতা ও যৌন অপব্যবহার।

তবে সাধারণত ভালো জায়গায় যাওয়ার জন্য লোকে নিজের ইচ্ছায়ই ঘরবাড়ি ছাড়ে। আন্তর্জাতিক অভিবাসীর তিন-চতুর্থাংশের বেশি তাদের নিজ দেশের তুলনায় মানব উন্নয়নে উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত দেশে পাড়ি দেয়। তবু তারা অনেক বিপত্তির শিকার, যার মধ্যে রয়েছে প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করা নীতি এবং স্থানান্তরে যাওয়ার মতো তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ। দরিদ্র দেশের লোকজন স্থান পরিবর্তন করে সবচেয়ে কম : যেমন, আফ্রিকার শতকরা ১ ভাগেরও কম লোক ইউরোপে পাড়ি দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে ইতিহাস ও সমসাময়িক প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়ন ও অভিবাসন পাশাপাশি চলে : মানব উন্নয়নের উচ্চ পর্যায় সংবলিত দেশগুলোর শতকরা ৮ ভাগের চেয়ে বেশির তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের মানব উন্নয়নের দেশে অভিবাসনের মধ্যম হার শতকরা ৪ ভাগের কম।

স্থান পরিবর্তনে বাধাবিঘ্ন

অভিবাসনের প্রবাহ বৃদ্ধির প্রত্যাশা করার মতো কারণ থাকলেও গত ৫০ বছর ধরে বিশ্বে জনসংখ্যায় আন্তর্জাতিক অভিবাসীর অংশ উলে-খযোগ্যভাবে শতকরা ৩ ভাগে স্থির রয়েছে। জনমিতিগত প্রবণতা– উন্নত দেশে প্রবীণ জনসংখ্যা এবং উন্নয়নশীল দেশে ক্রমবর্ধমান যুব সংখ্যা– এরই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের সুযোগ ও স্বল্প ব্যয়ে যোগাযোগ এবং পরিবহন– অভিবাসনের 'চাহিদা' বৃদ্ধি করেছে। তবে যারা অভিবাসন করতে চাইছে তারা ক্রমবর্ধমান হারে স্থান পরিবর্তন সম্পর্কিত সরকারের আরোপিত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে। বিগত শতাব্দীতে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের সংখ্যা চারগুণ বেড়ে প্রায় দুইশ' হয়েছে। ফলে পাড়ি দিতে হয় বেশি সীমান্ত, আর নীতির পরিবর্তন ও

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

জেগে ওঠো, বদলে দাও, ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ চাই এখনি!

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস ২০০৯ : স্ট্যান্ডআপ কর্মসূচি পালন

১৬-১৮ অক্টোবর ২০০৯

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি যৌথভাবে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস এবং 'জেগে ওঠো, বদলে দাও, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ চাই' কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সেমিনার, আলোচনা সভা, সমাবেশ, ডিবেট, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, ভিডিও প্রদর্শন, শপথ অনুষ্ঠান এবং মানববন্ধন কর্মসূচি। বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলো হলো–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও স্কলাসটিকা। প্রতিটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। অন্যান্যের মধ্যে অনুষ্ঠানগুলোতে পৃথকভাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. খাইরুল বাশার, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ডা. তৌফিক জোয়ার্দার, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা, জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতির সভাপতি নাফিজ ইমতিয়াজ ও সহ-সভাপতি শেখ মো. এরফানউদ্দিন এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান।

বরিশাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা স্ট্যান্ডআপ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে উপাচার্য ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচি

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জেগে ওঠো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্ট্যান্ডআপ কর্মসূচি

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন কাজী আলী রেজা

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

চট্টগ্রামস্থ সেন্ট প্লাসিড সিটি স্কুলে জাতিসংঘ দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা

কুইজ প্রতিযোগিতা ও ভিডিও প্রদর্শনী, ১৯ অক্টোবর, ২০০৯

জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, নিপ্পন একাডেমী ও সেন্ট প্লাসিড স্কুল, চট্টগ্রাম যৌথভাবে আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও ভিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল–'জাতিসংঘ আপনার প্রতিষ্ঠান'। সেন্ট প্লাসিড স্কুলের প্রিন্সিপালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নিপ্পন একাডেমির প্রেসিডেন্ট ও জাপান দূতাবাসের অনারারি কনসাল জেনারেল মুহম্মদ নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্কুলের ১০০ ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ বিষয়ক ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। কুইজ পরিচালনা করেন তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান।

বক্তব্য রাখছেন নিপ্পন একাডেমির প্রেসিডেন্ট নূরুল ইসলাম

দর্শক ও কুইজ প্রতিযোগীদের একাংশ

স্কলাস্টিকা স্কুলে জাতিসংঘ দিবস উদযাপন

২৬ অক্টোবর, ২০০৯

সম্প্রতি জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও স্কলাস্টিকা যৌথভাবে স্কুলের এসটিএম হলে জাতিসংঘ দিবস ২০০৯ পালন করে। শতাধিক ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভিডিও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রিন্সিপাল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) কায়সার আহমেদ এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল খাদিজা আফজাল ও সাবিনা মুস্তফা এবং ডেপুটি ম্যানেজার জন হালদার। শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের মো. মনিরুজ্জামান

অংশগ্রহণকারীরা জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য দেশের পতাকা প্রদর্শন করছে

শিক্ষক ও অতিথিদের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত

২৬ অক্টোবর, ২০০৯

জাতিসংঘ দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি এবং ভয়েস অব বিজনেসের যৌথ আয়োজনে এক সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমেদ। পরে কুইজ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী এক ছাত্র জাতিসংঘ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে

কুইজ বিজয়ী এক ছাত্র জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করছে

অভিবাসনের মাত্রা আরো সীমিত করে তুলেছে।

কম দক্ষ লোকের শ্রমের চাহিদা অনেক ধনী দেশে থাকলেও স্থান পরিবর্তনে বিশেষ করে তাদের জন্য বাধাবিঘ্ন বেশি। সাধারণত ভালো শিক্ষিত লোকের প্রবেশের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুকূল, যেমন গ্র্যাজুয়েশনের পর ছাত্রদের অবস্থানের অনুমতি দেয়া হচ্ছে এবং পেশাজীবীদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাসে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু কম দক্ষ লোকের ক্ষেত্রে সরকরগুলো অনেক বিপরীত বলে মনে হয় এবং অনেকক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা ও তাদের প্রতি আচরণও সন্তোষজনক নয়। অনেক দেশে কৃষি, নির্মাণ, শিল্প উৎপাদন ও পরিসেবা খাতের চাকরি এসব অভিবাসীকে দিয়ে পূরণ করা হয়। তথাপি সরকারগুলো অনেক সময় কম শিক্ষিত লোকদের পালা করে একবার দেশে প্রবেশের অনুমতিদান এবং আবার বের করে দেয়ার চেষ্টা চালায়। কখনো কখনো অস্থায়ী ও অনিয়মিত শ্রমিকদের প্রতি এ আচরণ ইচ্ছেমতো টেপ থেকে পানি ছাড়া ও বন্ধ করার মতো। বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি লোক অনিয়মিত ভিত্তিতে বিদেশে অবস্থান ও কাজ করছে। থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিছু দেশ বিপুলসংখ্যক অননুমোদিত শ্রমিককে সহনশীলতার সঙ্গে মেনে নিচ্ছে। এর ফলে ঐসব ব্যক্তি নিজেদের দেশের চেয়ে ভালো বেতনের চাকরির সুযোগ পেতে পারে; অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীর সমান কাজ ও সমান কর পরিশোধ করলেও মৌলিক পরিসেবা থেকে তারা বঞ্চিত হতে পারে এবং দেশে ফেরত পাঠানোর ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। ইতালি ও স্পেনের মতো কোনো কোনো সরকার স্বীকার করেছে যে, অদক্ষ শ্রমিকরা তাদের সমাজে অবদান রাখে এবং ঐসব কাজে তাদের মর্যাদা নিয়মিত করে নিয়েছে। কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের মতো অন্যান্য দেশের কৃষির মতো খাতের জন্য সুপরিকল্পিত মৌসুমি অভিবাসী কর্মসূচি রয়েছে।

গন্তব্যের দেশগুলোতে দক্ষ অভিবাসনের মূল্য সম্পর্কে ব্যাপক মতৈক্য থাকলেও কম দক্ষ অভিবাসী শ্রমিকরা যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করছে। ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, এসব অভিবাসী শূন্য পদে নিয়োগ পায়, আর এ নিয়োগের ফলে স্থানীয় শ্রমিকরা বঞ্চিত হয় এবং মজুরিও

কমে যায়। অভিবাসীদের অন্তর্মুখী প্রবাহ নিয়ে অন্যান্য উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে অপরাধের ঝুঁকি বৃদ্ধি, স্থানীয় পরিসেবার ওপর বাড়তি চাপ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি হারানোর আশঙ্কা। কিন্তু এসব উৎকণ্ঠা অনেক সময় অতিরঞ্জিত করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, অভিবাসন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুলনীয় দক্ষতাসম্পন্ন স্থানীয় শ্রমিকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে; কিন্তু প্রাপ্ত প্রমাণ বলে যে, সাধারণত এসব প্রভাব সামান্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আদৌ থাকে না।

স্থান পরিবর্তন প্রসঙ্গে

রিপোর্টে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, অভিবাসীরা অর্থনৈতিক পণ্য বৃদ্ধি করে, যার জন্য স্থানীয়দের ক্ষতি হয় সামান্য বা আদৌ কোনো ক্ষতি হয় না। বস্তুত ইতিবাচক সুফলও থাকতে পারে, যেমন– শিশুর যত্নে অভিবাসী পাওয়া গেলে নিবাসী মায়ের পক্ষে বাড়ির বাইরে কাজ করার সুযোগ হয়। অভিবাসীরা আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনে ভাষা ও অন্যান্য দক্ষতা আয়ত্ত করে বলে অনেকেই স্বাভাবিকভাবে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। ফলে বিশ শতকের গোড়ায় আইরিশদের সম্পর্কে আমেরিকায় অঙ্গীভূত হওয়ার অযোগ্য বিদেশি বলে যে ভয় প্রকাশ করা হয়েছিল তেমনি ভয় আজকের নবাগতদের ক্ষেত্রে সমভাবে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। এ কথাও সত্য যে, অনেক অভিবাসী প্রণালিবদ্ধ অসুবিধার সম্মুখীন হয় যা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সমানভাবে স্থানীয় পরিসেবার সুযোগ গ্রহণ শক্ত বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর বিশেষ করে অস্থায়ী ও অনিয়মিত শ্রমিকদের জন্য এসব সমস্যা মারাত্মক। স্থান পরিবর্তনের ফলে অভিবাসীদের নিজ দেশে উচ্চতর আয় ও ভোগ, উন্নতমানের শিক্ষা ও উন্নত স্বাস্থ্য এবং বিস্তৃত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পর্যায়ে অভিঘাত অনুভূত হয়। স্থান পরিবর্তন সাধারণত সুফল বয়ে আনে, সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে হলো পরিবারের নিকটজনের কাছে পাঠানো রেমিটেন্সের আকারে। তবে সুফল আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়, রেমিটেন্স ব্যয় করা হলে তা স্থানীয় শ্রমিকদের জন্য কর্মসুযোগ সৃষ্টি করে এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ধারণার ভিত্তিতে আচরণও বদলে যায়। বিশেষ করে নারী ঐতিহ্যগত ভূমিকা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

এসব অভিঘাতের ধরন ও ব্যাপ্তি নির্ভর করে যারা স্থান পরিবর্তন করে তারা কীভাবে বিদেশে জীবন কাটায় এবং অর্থ, জ্ঞান ও ধারণার প্রবাহের মাধ্যমে তারা তাদের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে কিনা তার ওপর। কেননা, অভিবাসীরা বিপুল হারে নির্দিষ্ট স্থান থেকে আসতে পারে, যেমন ভারতের কেরালা ও চীনের ফুজিয়ান প্রদেশ–সেক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে সম্প্রদায় পর্যায়ের প্রভাব সচরাচর বড় হতে পারে। অবশ্য, দীর্ঘতর মেয়াদে, মানুষের স্থান পরিবর্তনের সূত্রে ধারণা প্রবাহ একটা গোটা দেশের সামাজিক রীতিনীতি ও শ্রেণী কাঠামোতে সুদূরপ্রসারী

প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দক্ষতার বহির্গমনকে কখনো কখনো, বিশেষ করে শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের মতো পরিসেবাদানের জন্য নেতিবাচক হিসেবে মনে করা হয়। তবু ব্যাপার যদি এটাই হয় তাহলে সর্বোত্তম সাড়া হলো কম বেতন, অপ্রতুল অর্থায়ন ও দুর্বল অবকাঠামোর মতো অন্তর্নিহিত কাঠামোগত সমস্যা সমাধানের নীতিমালা। দক্ষ শ্রমিক চলে যাওয়ার ক্ষতির দোষটি শ্রমিকদের ওপর চাপালে বহুলাংশে আসল বিষয়ই বাদ পড়ে যায় এবং তাদের স্থান পরিবর্তনের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালালে–কারো নিজ দেশের বাইরে যাওয়ার মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করার কথা উলে-খ না করলেও তার ফলাফল প্রতি-উৎপাদনশীল হতে পারে।

অবশ্য আন্তর্জাতিক অভিবাসন যতো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়ই হোক না কেন তা জাতীয় মানব উন্নয়ন কৌশলের সমকক্ষ হয় না। গুটি কয়েক ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে (প্রধানত ছোট ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র, যেখানকার শতকরা ৪০ ভাগের বেশি অধিবাসী বিদেশে যায়), বহির্গমনে সমগ্র জাতির উন্নয়ন প্রত্যাশাকে রূপদানের সম্ভাবনা নেই। অভিবাসন সবচেয়ে বেশি হলো এমন একটা পথ যা দারিদ্র্য মোচন ও মানব উন্নয়নের অগ্রগতি সাধনের বৃহত্তর স্থানীয় ও জাতীয় প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এসব প্রচেষ্টা যে কোনো সময়েই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। এসব কথা লেখার সময় বিশ্বে বিগত পঞ্চাশ বছরের চেয়ে বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছে। অর্থনীতির সঙ্কোচন ও লে-অফের কারণে অভিবাসীসহ লাখ লাখ শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, অর্থনীতির এই পতনকে অভিবাসীদের জন্য এমন একটা নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা হবে যা সংরক্ষণবাদীদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সজাগ থাকার পাশাপাশি দেশে-বিদেশে শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। বিগত অর্ধ শতাব্দীতে যেসব অন্তর্নিহিত প্রবণতা স্থান পরিবর্তনকে চালিত করেছে, তার অনেকগুলোই পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে ফিরে আসবে, অধিকসংখ্যক লোককে স্থান পরিবর্তনে উৎসাহিত করবে। এজন্য প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে হবে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

‘এই আন্তর্জাতিক দিবসে আসুন আমরা গ্রামীণ নারীদের অধিকার, প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিশ্ব এজেন্ডার অনেক ওপর স্থান দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর অঙ্গীকার গ্রহণ করি।’

১৫ অক্টোবর ২০০৯ আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসে
মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২০০৮ সালের ১৫ অক্টোবর প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়। ‘কৃষি ও পল-ী উন্নয়নের অগ্রগতি, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনে আদিবাসী নারীসহ গ্রামীণ নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদানকে স্বীকার করে’–২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৬২/১৩৬ সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে এই নতুন আন্তর্জাতিক দিবস প্রতিষ্ঠা করে।

খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় গ্রামীণ নারী যে ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রাক্কালে ১৫ অক্টোবর ‘বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস’ পালনের জন্য ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে আহ্বান জানানো হয়। এক দশকের বেশি সময় ধরে সারা বিশ্বে প্রধানত সুশীল সমাজ ‘বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস’ পালন করছে।

ষাট বছরের বেশি সময় আগে নারীর অগ্রগতি বিষয়ক বিভাগ (ডিএডব্লু) প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা গ্রামীণ নারীর বিষয়াদি নিয়ে কাজ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তৃতীয় কমিটির এজেন্ডাভুক্ত বিষয়ের আওতায় এবং দ্বিতীয় কমিটিতে উন্নয়নে নারীর বিষয়টি বিবেচনার মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের প্রসঙ্গের মধ্যে দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে গ্রামীণ নারীর প্রতি মূল মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনও বিবেচনাধীন অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়ের মধ্যে গ্রামীণ নারীর প্রতি মনোযোগকে অন্তর্ভুক্ত করছে। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস প্রথম পালন উপলক্ষে ডিএডব্লু : তার নারী ২০০০ ও পরবর্তী ধারাবাহিকে ‘পরিবর্তনশীল একটি বিশ্বে গ্রামীণ নারী :

সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ’ শিরোনামে একটি প্রকাশনা বের করেছে। এই প্রকাশনায় গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনের নিরিখে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে গ্রামীণ নারীর পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়।

উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে গ্রামীণ নারী একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে তারা শস্য উৎপাদন ও গবাদিপশু পালনে অংশ নেয়, পরিবারের খাদ্য, পানি ও জ্বালানির যোগান দেয় এবং পরিবারের জীবিকা বহুমুখী করার জন্য খামার-বহির্ভূত কাজকর্ম করে। এছাড়া শিশু লালন-পালন, প্রবীণদের দেখাশোনা ও অসুস্থদের সেবায় তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

মানব উন্নয়ন সূচক

2007 HDI rank and 2006–2007 rank change

Notes:
↑ Number of places by which HDI rank improved between 2006 and 2007.
↓ Number of places by which HDI rank declined between 2006 and 2007.
Blank means no change in HDI rank between 2006 and 2007.

Afghanistan	181	Denmark	16 ↓ 2	Lebanon	83 ↓ 3	Saint Lucia	69 ↓ 1
Albania	70	Djibouti	155	Lesotho	156	Saint Vincent and the Grenadines	91 ↑ 2
Algeria	104	Dominica	73 ↓ 2	Liberia	169	Samoa	94 ↑ 2
Andorra	28 ↑ 1	Dominican Republic	90 ↓ 1	Libyan Arab Jamahiriya	55 ↑ 1	Sao Tome and Principe	131
Angola	143	Ecuador	80 ↓ 3	Liechtenstein	19 ↓ 1	Saudi Arabia	59 ↓ 1
Antigua and Barbuda	47 ↑ 1	Egypt	123 ↓ 1	Lithuania	46	Senegal	166
Argentina	49 ↓ 2	El Salvador	106	Luxembourg	11 ↓ 3	Serbia	67
Armenia	84 ↑ 1	Equatorial Guinea	118	Macedonia (the Former Yugoslav Rep. of)	72	Seychelles	57
Australia	2	Eritrea	165	Madagascar	145	Sierra Leone	180
Austria	14 ↑ 2	Estonia	40	Malawi	160 ↑ 1	Singapore	23 ↑ 1
Azerbaijan	86 ↑ 2	Ethiopia	171	Malaysia	66	Slovakia	42 ↑ 2
Bahamas	52	Fiji	108 ↓ 1	Maldives	95 ↑ 2	Slovenia	29
Bahrain	39 ↓ 1	Finland	12 ↑ 1	Mali	178 ↑ 1	Solomon Islands	135
Bangladesh	146 ↑ 2	France	8 ↑ 3	Malta	38 ↓ 3	South Africa	129 ↓ 1
Barbados	37 ↑ 2	Gabon	103	Mauritania	154 ↓ 1	Spain	15
Belarus	68 ↑ 1	Gambia	168	Mauritius	81 ↓ 2	Sri Lanka	102
Belgium	17	Georgia	89 ↑ 2	Mexico	53 ↑ 1	Sudan	150
Belize	93 ↓ 3	Germany	22	Moldova	117	Suriname	97 ↑ 1
Benin	161 ↓ 1	Ghana	152 ↑ 2	Mongolia	115 ↑ 1	Swaziland	142 ↓ 2
Bhutan	132 ↑ 1	Greece	25	Montenegro	65	Sweden	7 ↓ 1
Bolivia	113	Grenada	74	Morocco	130	Switzerland	9
Bosnia and Herzegovina	76	Guatemala	122 ↑ 1	Mozambique	172	Syrian Arab Republic	107 ↑ 2
Botswana	125 ↑ 1	Guinea	170	Myanmar	138	Tajikistan	127
Brazil	75	Guinea-Bissau	173 ↑ 1	Namibia	128 ↑ 1	Tanzania (United Republic of)	151
Brunei Darussalam	30	Guyana	114	Nepal	144	Thailand	87 ↓ 1
Bulgaria	61 ↓ 2	Haiti	149	Netherlands	6 ↑ 1	Timor-Leste	162
Burkina Faso	177 ↓ 1	Honduras	112	New Zealand	20	Togo	159
Burundi	174 ↑ 1	Hong Kong, China (SAR)	24 ↓ 1	Nicaragua	124	Tonga	99 ↓ 5
Cambodia	137	Hungary	43 ↓ 2	Niger	182	Trinidad and Tobago	64 ↓ 1
Cameroon	153 ↓ 1	Iceland	3	Nigeria	158 ↓ 1	Tunisia	98 ↑ 2
Canada	4	India	134	Norway	1	Turkey	79 ↓ 1
Cape Verde	121	Indonesia	111	Occupied Palestinian Territories	110	Turkmenistan	109 ↓ 1
Central African Republic	179 ↓ 1	Iran (Islamic Republic of)	88 ↓ 1	Oman	56 ↓ 1	Uganda	157 ↑ 1
Chad	175 ↓ 2	Ireland	5	Pakistan	141 ↑ 1	Ukraine	85 ↓ 1
Chile	44 ↓ 1	Israel	27 ↑ 1	Panama	60 ↑ 1	United Arab Emirates	35 ↑ 2
China	92 ↑ 7	Italy	18 ↑ 1	Papua New Guinea	148 ↓ 2	United Kingdom	21
Colombia	77 ↑ 5	Jamaica	100 ↓ 8	Paraguay	101	United States	13 ↓ 1
Comoros	139	Japan	10	Peru	78 ↑ 5	Uruguay	50 ↓ 1
Congo	136	Jordan	96 ↓ 1	Philippines	105	Uzbekistan	119
Congo (Democratic Rep. of the)	176 ↑ 1	Kazakhstan	82 ↓ 1	Poland	41 ↑ 1	Vanuatu	126 ↓ 1
Costa Rica	54 ↓ 1	Kenya	147	Portugal	34 ↓ 1	Venezuela (Bolivarian Republic of)	58 ↑ 4
Côte d'Ivoire	163	Korea (Republic of)	26	Qatar	33 ↑ 1	Viet Nam	116 ↓ 1
Croatia	45	Kuwait	31	Romania	63 ↑ 1	Yemen	140 ↑ 1
Cuba	51	Kyrgyzstan	120	Russian Federation	71 ↑ 2	Zambia	164
Cyprus	32	Lao People's Democratic Republic	133 ↓ 1	Rwanda	167		
Czech Republic	36	Latvia	48 ↑ 2	Saint Kitts and Nevis	62 ↓ 2		

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org